Page-8

দৈনিক
THE DAILY BANGLADESH KANTHA
বাংলাদেশ কণ্ঠ
মাটি ও মানুষের
bangladeshkantha.com
ঢাকা ॥ মঙ্গলবার ॥ ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং ॥ ১২ ফাল্গুন ১৪২৬ বাংলা

বারি আম-১১: আমের বারোমাসী সম্ভাবনাময় বাণিজ্যিক জাত

—— ড. মো. শরফ উদ্দিন

আব্দুর রহমান,গাজীপুর :

বাংলাদেশ মৌসুমী ফলের দেশ। এদেশে সারা বছরই নানা স্বাদের ও বর্ণের বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মায়। বিশেষ করে ফলের মৌসুমে দেশের সর্বত্রই শুধু দেখা যায় নানা রকমের ফল। আবার দেশের মোট উৎপাদিত ফলের ৬০ ভাগই বাজারে আসে মে-আগস্ট মাসে। অবশিষ্ট ৪০ ভাগ ফল বাকি আট মাসে বাজারে আসে। বর্তমানে এদেশে ৭০ প্রজাতির ফলের চাষাবাদ হচ্ছে। (৭ এর পাতায় দেখুন)

এসব ফলের মধ্যে আম এদেশের ছোট-বড় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সর্বাধিক পছন্দের একটি ফল। এটি বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ফল এবং একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের অধীন ফল বিভাগ এ পর্যন্ত ৬৬ প্রজাতির ফলের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ৩৫ প্রজাতির ফলের ৮৫টি উ"চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র আমেরই ১২টি উ"চফলনশীল ও প্রতি বছর ফল প্রদানে সক্ষম জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। বারি উদ্ভাবিত আমের উ"চফলনশীল জাতগুলো হলো: বারি আম-১, বারি আম-২, বারি আম-৩ (আম্রপালি), বারি আম-৪ (হাইব্রিড), বারি আম-৫, বারি আম-৬, বারি আম-৭, বারি আম-৮, বারি আম-৯, বারি আম-১০, বারি আম-১১ (বারোমাসী) এবং বারি আম-১২ (নাবী জাত)। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক ২০০ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ' আমাদের দেশে চাহিদার বিপরীতে ফলের প্রাপ্যতা হলো মাত্র ৭৮ গ্রাম। সাধারণত এদেশের মানুষ ফলের মৌসুমেই বেশি ফল খেয়ে থাকে। কারণ বছরের অন্যান্য সময় ফলের প্রাপ্যতা ততো বেশি নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্যমতে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৪১,৬৭৬ হেক্টর জমিতে আমের চাষাবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন ১২.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। তবে অন্যান্য ফসলের তুলনায় অধিক লাভজনক হওয়ায় প্রতি বছরই সারাদেশে বাড়ছে আমের চাষ।

বিদ্যমান ফলের ঘাটতি মেটানো এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে প্রয়োজন উ"চ ফলনশীল জাত, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যবহার করে গুণগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন খুব সহজেই বৃদ্ধি করা সম্ভব। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা মেটাতে আমের চাষাবাদও দিন দিন বৃদ্ধি পা"ছে। এদেশে রয়েছে হাজারো আমের জাত। আমের জাত বাছাঁইয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রতি বছর ফলন দেয় ও উ"চফলনশীলতা। এ দেশের আম চাষীদের আম চাষাবাদে আগ্রহের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পর্যায়ক্রমিকভাবে উ"চফলনশীল বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন করে চলেছে। আমের প্রধান গবেষণা হয় আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র (আম গবেষণা কেন্দ্র) চাঁপাই নবাবগঞ্জে। তবে বারি আম-১১ জাতটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম হতে ২০১৫ সালে মুক্তায়িত হয়েছে। বারি উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র বারি আম-১১ জাতটি বারোমাসী হিসেবে সারাদেশে ফলন দিচ্ছে। উদ্ভাবনের পর থেকে সারাদেশে এই জাতটির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। বারি আম-১১ জাতটির প্রথম বাণিজ্যিক বাগান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) সোলায়মান, যিনি সোনাগাজী এগ্রো কমপ্লেক্সে স্বত্ত্বাধিকারী। ছোট-বড় সবমিলিয়ে ২০০টি বারি আম-১১ জাতের মাতৃগাছ রয়েছে সেখানে। তার নিজ হাতে গড়ে তোলা আয়শা নার্সারী হতে তিনি এ পর্যন্ত বারি আম-১১ জাতের ৬০ লক্ষ টাকার কলম বিক্রি করেছেন। আম বিক্রি করেছেন আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার। তার এই নার্সারীতে একটি কলমের দাম পড়ে ৩০০-৫০০ টাকা। তারপরও মানুষের চাহিদা মেটাতে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন।

বারোমাসী বারি আম-১১ জাতটি চাষাবাদ করে লাভবান হ"ছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সেরাজুল ইসলাম। তিনি এক বিঘা জমিতে ২০০টি কলম লাগিয়েছিলেন। তা থেকে তিনি এই পর্যন্ত আয় করেছেন ৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তিনি স"ানীয় নার্সারী মালিকদের কাছে সায়ন বিক্রি করে লাভবান হ"ছেন। তিনি ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে প্রতি কেজি আম বিক্রি করেছেন ৩০০-৩৫০ টাকা করে। এছাড়াও সারাদেশের চাষীরা ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে এই জাতটির চারা লাগিয়েছেন যা থেকে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ভাল আম উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন আম গবেষকরা। বারোমাসী বারি আম-১১ এই জাতের আম থোকায় থোকায় ধরে। দেশে এই আমটিকে ঘিরে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কেউ এই জাতের বাগান করে লাভবান হ"ছেন আবার কেউ আমের কলম বিক্রি করে। আর চাষাবাদ পদ্ধতিও অন্যান্য জাতের মতোই। কলম লাগানোর ৫-৬ মাসের মধ্যেই প্রথম মুকুল আসে তবে এই মুকুলগুলো ভেঙ্গে ফেলাই উত্তম। এদেশের যেকোনো জেলাতেই এই জাতটি ফলন দিবে। স"ানভেদে বছরে ২/৩ বার ফলন পাওয়া যাবে। জাতটি উচ্চ ফলনশীল, ফলের আকার লম্বাটে, গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম, কাচা অবস"ায় হালকা সবুজ ত্বক, পাকা অবস"ায় ত্বক হলুদাভ সবুজ। ফলটি লম্বায় ১১.৩ সেমি, প্রস" ৭.৯ সেমি এবং পুরুত্ব ৭.০ সেমি। আটির ওজন ২৫ গ্রাম, খোসার ওজন ৪১ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ শতকরা ৭৯ ভাগ। মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং টিএসএস ১৮.৫%। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্র হতে এই জাতটির মাতৃকলম সরবরাহ করা হ"ছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন নামকরা নার্সারীতে এই জাতটির কলম পাওয়া যা"ছে। এ দেশের মানুষ পছন্দের এই ফলটি বছরব্যাপী খেতে চেয়েছিল যা এই জাতটি উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ যতদ্রুত অন্যান্য চাষীদের মাঝে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে, ততোই বারোমাসী আমের উৎপাদন বাড়বে এবং মানুষের আশা ও ফলের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

লেখক: উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।